গল্প নয়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥গল্প নয়॥

সেদিন হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে ঢুকে দেখি কামরাতে আদৌ ভিড় নেই।

সকালের ট্রেনে কামরা অনেকটা খালি পাওয়া যায় বটে। নিজের ইচ্ছেমত বিছানা পেতে নিয়ে বসেছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধ মুসলমান একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ঢুকল এবং আমার বিছানার অদূরে বসল।

খবরের কাগজ পড়বার ফাঁকে খবরের কাগজের ওপর দিয়ে ওদের চেয়ে দেখলাম। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে কখনও পড়েছে কিনা সন্দেহ। বৃদ্ধ মুসলমান পরম যত্নে শিশুটিকে কোলের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছে। কিন্তু শিশুটির চেহারা দেখে মনে হল, বেশিদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস ওকে ভোগ করতে হবে না। শুধু কখানি হাড়ের ওপর চামড়া দিয়ে ঢাকা, মাংস আদৌ নেই বললেই হয়, সেইজন্যে হাঁটুর ও পায়ের নীচের চামড়া কুঁচকে জড়ো হয়ে এসেছে। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, মাথায় বড় বড় সাত-আটটি ঘা। ওষুধের তুলো লেপটানো রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আমরা যেমন করে থাকি, তাই করলাম।

কড়া সুরে বললাম—সরে বস না বাপু, একেবারে ঘাড়ের ওপরে কেন! গাড়িতে যথেষ্ট জায়গা তো পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধ মুসলমানটি আমাকে বলতে পারত অনায়াসেই—কেন মশাই, আপনার বিছানাতে আমি বসি নি তো। তফাতেই বসে আছি, তবে সরে বসতে বলছেন কেন? টিকিট করে আপনিও যাচ্ছেন, আমিও যাচ্ছি। আপনি সরে বলতে বলবার কে?

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে—লোকটি সরে বসল। আমি আবার আমার খবরের কাগজে মন দিলাম।

একবার গাড়িতে ফেরিওয়ালা উঠে বিস্কুট ফেরি করতে লাগল। মুসলমানটি শিশুকে দুখানা বিস্কুট কিনে দিলে। আর একবার তাকে চানাচুর কিনে দিলে। আমার মনে হল আমার নিজের ছেলে হলে তাকে এই রুগ্ণ অবস্থায় আমি কি বিস্কুট-চানাচুর খাওয়াতাম?

কিন্তু মুখে কোন কথা ওকে বলি নি।

যা খুশি করুক, আমার বলবার দরকার কি?

এক একবার চেয়ে দেখি, আমার বিছানার কাছে এসে বসল কিনা। কি কুশ্রী কদাকার হয়েছে দেখতে ছোট ছেলেটা।

ইতিমধ্যেই অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। গাড়িতেও লোকজনের যথেষ্ট ভিড় হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আমার কানে গেল একটি ছোট মেয়ের স্নেহময় স্বরে কে যেন বলছে—এ বিস্কুটগুলো তেমন মিষ্টি নয় বলে খোকা খাচ্ছিল না—এখন দেখ কেমন খাচ্ছে। না মা, দেই, কেমন হাত দিয়ে মুখে তুলে কুটুর কুটুর কাটছে—

এমন ধরনের কথা এবং এমন ধরনের সুর আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত বলেই প্রথমে ওই কথাটা আমার অন্যমনস্ক মনকে আকৃষ্ট করে।

আমাদের ছোট্ট খোকাটি যখন তার মামার বাড়ি যায় তখন তার ছোট মাসি ও মামাতো বোনেরা এমনি স্নেহমাখা আগ্রহ নিয়ে খোকার প্রত্যেকটি তুচ্ছ কাজ এবং অকাজ লক্ষ্য করে এবং ঐ রকম সুরে মহার্ঘ মন্তব্য করে।

সোজা হয়ে উঠে বসে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। ইতিমধ্যে কখন দুটি স্ত্রীলোক এসে গাড়িতে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করি নি। একটি তরুণী বধূ, মলিন শাড়ি পরনে, রুক্ষ চুল মুখশ্রী সুন্দর, চোখ দুটিতে পল্লী-প্রান্তের শান্ত অবসর। বধূটির পাশে আধা-বয়সী একটি থানপরা স্ত্রীলোক, কিন্তু এর রং কিছু ফর্সা, তরুণীটির রং কালো।

দুজনেই থলে নিয়ে চলেছে এই ট্রেনে চাল আনতে। এরা সম্ভবত উঠেছে বাগনান স্টেশনে, যাবে বোধ হয় ঝাড়গ্রামে। প্রত্যেক স্টেশনেই দেখেছি চাল আনবার জন্যে পল্লীর গরিব মেয়েরা ভিড় করে উঠছে। কোথা থেকে এরা চাল আনে তা ঠিক বলতে পারব না।

BANGLADARSHAN.COM

এরা দুটিও সেই দলের লোক। এদের সঙ্গের আট ন বছরের খাটো কাপড় পরা খুকীটি বোধ হয় আধা-বয়সী স্ত্রীলোকটির মেয়ে।

তরুণী বধূটি জিজ্ঞেস করছে বৃদ্ধ মুসলমানটিকে—সেখানে তারা বুঝি রাখলে না?

এদের আগের কথাবার্তা আমি শুনি নি। কারা রাখলে না, এ সব কথা নিশ্চয় আগে হয়ে গিয়ে থাকবে।

বৃদ্ধ বললে—না গো। তাইতে তো একে নিয়ে যাচ্ছি।

—মা কতদিন মারা গিয়েছে বললে?

—এ তখন সাত মাসের।

শুনেই মেয়ে দুটি পরস্পরের মুখে দিকে চাইলে। তরুণীটি বললে—আহা!

অন্য মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে—এখন একে কোথায় নিয়ে যাবে?

—বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

—একে সেখানে দেখবার লোক আছে?

—না গো, কেউ না, আমাদেরই দেখতে হবে।

–ডাক্তার দেখানো হয় নি?

–কিছু না। পরে কি করে গো?

–বয়েস কত হল?

–এই এগারো মাস।

–আহা, শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া সার হয়েছে।

–তা নসিবের দোষ। কি করব। এখন খোদা যদি বাঁচান, তবেই বাঁচবে।

–কি খেতে দিচ্ছ?

–কি দেব, যা জোটে। আমি একা মানুষ বলেই তো কলকেতায় ওদের ওখানে রেখেছিলাম। এমন হাল করবে তা কি করে জানব। করে, এখন খবর দিয়েছে, নিয়ে যাও।

–ঠাণ্ডা মোটে লাগিও না, বিষ্টি হচ্ছে, জানালাটা বন্ধ করে দাও। আহা, এমনিতেই তো ওর কাশি হয়েছে!

আরও কত কি প্রশ্ন মেয়ে দুটি করতে লাগল, আমার সব মনে রাখবার কথা নয়। আমার এটি গল্প নয়; সুতরাং বানানো কিছু এর মধ্যে স্থান পাবে না। এইটুকু আমার মনে আছে, ওরা দুজনে যতগুলি প্রশ্ন করলে, সবগুলি ঐ ছোট্ট রুগ্ণ খোকার রোগ সম্বন্ধে, পথ্য সম্বন্ধে, ওর চিকিৎসা সম্বন্ধে, ওর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। একবার তরুণী বধূটি করে আর একবার অন্য মেয়েটি করে। এ একবার ও আর বার। যা কিছু প্রশ্ন সব এই খোকাকে ঘিরে। আর ওদের চোখে–বিশেষ করে সেই তরুণী বধূটির চোখে–অদ্ভুত স্নেহঝরা দৃষ্টি।

BANGLADARSHAN.COM

একবার খোকা হাঁচল।

তরুণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল–জীব!

আমার অন্যমনস্কতা চলে গিয়েচে ততক্ষণ। আমি বিস্মিত হয়ে উঠেছি। এমন একটা ঘটনা যেন দেখছি যা শুধু এই বিংশ শতাব্দীর নয়, সর্বকালের সর্বযুগের। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থপরতায়, ঈর্ষায় যে বিংশ শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূমমলিন–যে বিংশ শতাব্দীতে আছে শুধু অর্থের আদর–সেখানে এই ময়লা-শাড়ি-পরনে দরিদ্রা পল্লীবধূটি ও তার করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতই পুরনো।

এই গাড়ির মধ্যে এত পুরুষ মানুষ ছিল, কেউ ফিরেও চেয়ে দেখে নি ছেলেটার দিকে। সনাতনী মাতৃরূপা নারী দুটি এসে এই মাতৃহীন মৃত্যুপথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু-পুরাতন অথচ চির-নূতন বাণী শুনিয়ে দিলে:

সেদিন সে ট্রেনের মধ্যে গুটি-কয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ-শতাব্দী ছিল না–সমাজদ্রোহী, কালোবাজার-পুষ্ট, লোভী বিংশ-শতাব্দী। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।

পাঁশকুড়া স্টেশনে বধূটি ও তার সঙ্গিনী ট্রেন থেকে নেমে গেল।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM